পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং
কলকাতা- ৭০০ ০০১

সম্বলহীন এবং খাদ্য নিরাপত্তার অভাব আছে এমন পরিবারের সহায়তার জন্য বিশেষ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও পরিচালনবিধি

আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি নানা রকমের দারিদ্রমোচন প্রকল্প ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প রূপায়ন করছে। এই কর্মসূচীটি "সহায়" নামে পরিচিত হবে। এই পদক্ষেপগুলির একটি বড় প্রত্যাশা হল সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের সকলে অনাহারমুক্ত এবং সাধারণভাবে অসহায়তার উর্দ্ধে থাকবে। এন.এস.এস.ও. তাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখেছে জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ যথেষ্ট পরিমান খাদ্য পাচ্ছেন না। গত গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩.৫ শতাংশ জনসাধারণের কাছে এমনকী দিনপ্রতি এক বেলা আহারও নিশ্চিত নয়। এই সব মূল্যায়ণের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ পঞ্চায়েত স্তরে দারিদ্র্য-প্রতিরোধ অণুপ্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার ভিত্তিতে তৈরী তথ্যভাণ্ডার থেকে এখন এই সমস্ত প্রান্তিক পরিবারগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং অনস্বীকার্য যে এই আওতায় থাকা জনগণ যারা বিভিন্ন রকমের দারিদ্র্যদূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাচ্ছে না তাদের জন্য প্রতক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

১। দরিদ্র পরিবার চিহ্নিতকরণ ঃ

১.১। অসহায়তার প্রকৃত স্তর বিচার করে ও বঞ্চনার বিভিন্ন দিকগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে এই সব পরিবারগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। **P4**-এর মধ্যে ১ (সারা বছরে যারা দিনপ্রতি এক বেলা আহার সুনিশ্চিত করতে পারে না) এবং অন্যান্য ৬টি সূচকের মধ্যে কেবলমাত্র ১ পাওয়া পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য আর.এইচ.এস.-২.০.০ নামক একটি প্রিডিজাইনড কোয়্যারী সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাকে এই সফটওয়্যারটি দেওয়া হবে যাতে তারা দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের তালিকা তৈরী করতে পারে। এই বিভাগের **www.wbprd.nic.in** ওয়েব-সাইটের **BPL survey > New exe file for identification of destitute** সেকশন থেকে এই সফটওয়্যার পাওয়া যবে। এই সফটওয়্যারের **Query Menu > Household Information > Combination of parameters** থেকে প্রত্যেক ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এই তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যেভাবে এই পরিচালনবিধির সঙ্গে সংযুক্ত ফরম্যাট-১-এ দেখানো হয়েছে। এই তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশদ জানতে হলে এই পরিচালনবিধির সঙ্গে দেওয়া ইউজার গাইড দেখা যেতে পারে।

১.২। তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পরে তালিকায় থেকে যাওয়া সম্ভাব্য ত্রুটি সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি পরিদর্শনে যেতে হবে এবং একই তালিকার সংশ্লিষ্ট সারণীতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যেশে চিহ্নিত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি এই সমীক্ষাগুলি করবে এবং এই বিষয়ে পরিচালনবিধির সঙ্গে দেওয়া ফরম্যাট-২-এর পার্ট-১ অংশটি ব্যবহৃত হবে। ফরম্যাট-১-এ লিপিবদ্ধ সূচকওয়ারী মূল্যায়ন সঠিক হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের কারণ চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.৩। যদি সরজমিন সমীক্ষায় দেখা যায় যে ফরম্যাটে-১-এ লিপিবদ্ধ প্রতিবেদন অনুযায়ী কোনো পরিবার ঠিক অসহায় নয় বা ততখানি বঞ্চিত নয় তবে আরএইচ.এস. ডেটাবেসটি সংশোধনের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অবগতিতে আনবেন। যদি সরজমিন সমীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তালিকায় নেই এমন পরিবারের সন্ধান পান যারা উপরোক্ত ১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সূচক-মান অনুসারে তালিকায় থাকার যোগ্য তবে সেই সমস্ত পরিবারগুলির পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই তালিকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি জমা দেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি থেকে পাওয়া এই তালিকাগুলি একত্রিত করে গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিভাগের ২৫-০৫-২০০৭ তারিখের

3583(18)-RD/SGSY/20M-6/2005(Pt-I) নং স্মারকের গাইডলাইন-৪-এ দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত সাপেক্ষে আর.এইচ.এস. ডেটাবেসে তা অর্ন্তভুক্তির জন্য ব্লকস্তরে পাঠাবে। যাইহোক যদি সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাথমিক মূল্যায়নে এই পরিবারগুলিকে সম্বলহীন স্তরে দেখা যায় তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে।

১.৪। সরজমিন সমীক্ষায় যে সমস্ত পরিবারগুলির ফরম্যাট-১ অনুসারে আর.এইচ.এস. ডেটাবেসে অর্ন্তভূক্তি সঠিক হিসাবে নির্দিষ্ট হবে, তা ফরম্যাট-২-এর পার্ট-২ অনুসারে দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুতির জন্য পাঠানো হবে। যদি এই পরিবারগুলি এখানে বর্ণিত বিশেষ সূচকগুলির কোনো একটি পূর্ণ করে তবে সেই পরিবারগুলি সম্বলহীন হিসাবে শ্রেণীভূক্ত হবে।

১.৫। সম্বলহীন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার পরে ফরম্যাট-২ এর পার্ট-৩ এ দেওয়া সূচকগুলি অনুসারে সমীক্ষার মাধ্যমে এই পরিবারগুলিকে দেওয়া পরিষেবাগুলির বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করতে হবে। সমীক্ষা ফরম্যাটের পার্ট-৩ তৈরী হয়েছে সম্বলহীন পরিবারগুলি সুনিশ্চিতভাবে পরিষেবাগুলি পাচ্ছে কিনা এবং কেন সেই পরিষেবাগুলি তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না চিহ্নিত করার জন্য।

১.৬। প্রতিটি চিহ্নিত পরিবারকে ফরম্যাট-৩ অনুসারে একটি কার্ড দেওয়া যেখানে সেই পরিবার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞাতব্যগুলির উল্লেখ থাকবে যা সরজমিন সমীক্ষায় পাওয়া গেছে। প্রকল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির তত্বাবধানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এই জ্ঞাতব্যগুলির হালনাগাদ করবে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়-বন্ধু হিসাবে আক্ষায়িত করা হবে এবং সম্বলহীন পরিবার পিছু তাদের মাসিক ৫ টাকা হারে তাৎক্ষণিক ব্যয় সহায়তা দেওয়া হবে।

২। পরিকল্পনা এবং তদারকি ঃ

২.১। সমীক্ষার পরবর্তী পদক্ষেপ হল তদারকি পরিকল্পনা প্রস্তুতি। ফরম্যাট-২ এর পার্ট-৩ এ সমীক্ষকেরা সম্ভাব্য তদারকি উল্লেখ করবেন। এই তদারকি পরিকল্পনায় পরিষেবা এবং সহায়তার একটি তালিকা থাকবে যা দুটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত হবে।

(ক) চালু সহায়তাগুলির সঠিক রূপায়ন এবং তার সম্ভাব্য সম্প্রসারণ যেমন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ইউনিট বৃদ্ধি, পি.ডি.এস এর সঠিক বিতরণের ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকি, আই.সি.ডি.এস.-এ মধ্যাহ্নকালীন আহারের মান বৃদ্ধি ও পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা।

(খ) কিছু নতুন পরিষেবা এবং সহায়তা যেমন—

(১) বিশেষ ভাতা।

(২) খাদ্যশস্য প্রদান (এ.এ.ওয়াই. / এ.ওয়াই./বি.পি.এল. পি.ডি.এস. ইত্যাদির কোটা বৃদ্ধি), খাদ্য-গোলা তৈরী।

(৩) জমি বিতরণ, জ্বালানি প্রদান, খামার ও সাময়িক রান্না ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

(৪) সাময়িক আবাস তৈরী।

(৫) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।

(৬) শীতবস্ত্র প্রদান।

(৭) ছাত্র/ছাত্রী এবং নিরাশ্রয়দের জন্য হোস্টেল / হোম নির্মাণের সহায়তা প্রদান।

(৮) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, পুষ্টি-বাগিচা তৈরী।

(৯) জীবিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১০) সম্বলহীন পরিবারের শিশুরা যাতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে তারজন্য মাসিক বৃত্তি প্রদান।

(১১) চরম ক্ষেত্রে যেখানে শিশুরা নিজের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে পারছে না (যদি সেই পরিবার সম্বলহীন হয় অথবা মাদক ব্যবহারে মতো সামাজিক অন্যায়ের শিকার হয়) তাদের আবাসিক বিদ্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা করা।

(১২) যে সমস্ত চিহ্নিত পরিবারগুলি কোনোভাবেই উপার্জনে সক্ষম নয় তাদের নিকটবর্তী স্কুলের মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা এবং এ বিষয়ে প্রকল্পের নির্ধারিত খাত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রদান করা।

(১৩) ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

২.২। উপরিবর্ণিত তালিকাটির বাইরেও সহায়তার কথা ভাবা যেতে পারে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হবে। সংসদওয়ারী ভাবে প্রতিবেদনগুলি চূড়ান্তকরণে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এই পদক্ষেপে প্রয়োজনীয় অনুমোদন উৎসগুলি স্থির করবে। বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের উৎস উল্লেখ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র-দূরীকরণ পরিকল্পনার একটি প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরী হবে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ এর ৪৫(খ) সেকশনে বর্ণিত বিধি সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়ে কোনো দান / জনগণের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।

২.৩। সংশ্লিষ্ট পরিবারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সমীক্ষক দল উক্ত পরিবারের অবস্থার পরিবর্তনে প্রায়েজনীয় হস্তক্ষেপের বিষয়টি চিহ্নিত করবে।

৩। আঞ্চলিক স্তরে সহায়তা প্রদান ঃ

৩.১। পূর্ব মেদিনীপুরে চালানো একটি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে অতি দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে দুই প্রকার বসবাসকারী আছে এবং তাদের জন্য দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্য ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে হবে— (ক) যেখানে সম্বলহীন পরিবারগুলি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং (খ) যেখানে সম্বলহীন পরিবারগুলি ছড়িয়ে রয়েছে।

৩.২। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকা সম্বলহীন পরিবারগুলির জন্য একটি উপযুক্ত স্বনির্ভর দল অথবা সেই অঞ্চলে তৈরী উপ-সংঘ সহায়-বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত হবে যারা কার্ডগুলি (প্রাথমিক অবস্থা এবং প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের বিষয় উল্লেখসহ) তাদের কাছেই রাখবে। যদি কোনো স্থানে এই বিষয়ে সমর্থ কোনো স্বনির্ভর দল না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোনো এন.জি.ও / স্থানীয় গ্রামীণ ক্লাব ইত্যাদিকে এই দায়িত্ব দিতে পারে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সমগ্র সহায়তা প্রকল্পটিতে সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করবে।

৩.৩। যেখানে পরিবারগুলি ছড়ানো অবস্থায় বসবাস করে সেখানে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সেই পরিবারগুলিকে দেখাশোনা করার জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। সম্ভাব্য অন্য উপায় হল এই সমস্ত পরিবার বা প্রতিবেশী পরিবার থেকে কয়েকজন শিক্ষিতা যুবতীকে (যারা কমপক্ষে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে) এই কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া যারা এই পরিবারগুলির জন্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া নিশ্চিত করবে। নিয়মিতভাবে তারা এই পরিষেবাগুলি পাওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। স্বাস্থ্য (বি.এম.এইচ.ও) এর ব্লক মেডিক্যাল আধিকারিক এবং তার দল পুষ্টিহীন শিশু ও পূর্ণবয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য-তালিকা তৈরী করবে। যক্ষায় আক্রান্ত মানুষের জন্য ডি.টিও. আধিকারিকদের সঙ্গে এই খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। ডি.টি.ও.-দের অধীনে নানা রকমের প্রকল্প আছে। এই খাদ্য তালিকা অনুসারে এই পরিবারগুলিকে ডিম, দুধ ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য ছোট পোলট্রি-খামার গড়ে তোলা ক্ষেত্রে অপর কোনো স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে যুক্ত করা যেতে পারে। সহায়-বন্ধু এই সব বিষয়ে তদারকি করবে। প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে হেল্‌হ কার্ড দেওয়া হবে যা সহায়-বন্ধু দ্বারা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। স্থানীয়ভাবে পাওয়া প্রাকৃতিক উৎস যেমন জলনিকাশির খাল ও খালের পাড়, পতিত জমি, গ্রামের রাস্তাগুলির পাড়গুলি চিহ্নিত করে তা জীবিকা জন্য এই পরিবারগুলিকে ব্যবহার করার অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে।

৪। বিভিন্ন স্তরের কাজ-–

৪.১। গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে ঃ

১। তদারকি পরিকল্পনা তৈরীর জন্য সমীক্ষা তথ্যগুলিকে কমপাইল করা।

২। চিহ্নিত পরিবারগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে কার্যকরী সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, সমাজের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে চিহ্নিত পারিবারগুলিকে নিয়ে আসা, জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করে এই পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল গঠন।

৩। সহযোগী পরিষেবার জন্য পরিকল্পনা।

৪। সহায়-বন্ধু এবং অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী চিহ্নিত করা যা পোলট্রি বা গো-পালন খামার করবে।

৫। দরিদ্রদের উন্নয়নে প্রাকৃতিক উৎসগুলি নির্ধারিত করা।

৬। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং সহায়-বন্ধু স্বনির্ভর গোষ্ঠী / এন.জি.ও / সি.বি.ও. / স্থানীয় ক্লাব ইত্যাদির সঙ্গে সাপ্তাহিক আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

৭। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কোনো একজন কর্মীকে এই কাজের জন্য যুক্ত করা।

৪.২। ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ঃ

১। সরজমিন সমীক্ষক চিহ্নিত করে তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। সহায়-এর সঙ্গে যুক্ত সকলের (জি.ইউ.এস. / স্বনির্ভর গোষ্ঠী / এন.জি.ও. / স্থানীয় ক্লাব) প্রশিক্ষণ।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েত, সি.বি.ও ইত্যাদির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। সরজমিন সমীক্ষার দ্বারা তথ্য সংগ্রহের সময়ে পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থাগ্রহণ (কমপক্ষে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা করা)।

৫। সম্বলহীনদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতি ও তা হালনাগাদ করা।

৬। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৪নং ফরম্যাটের মধ্যেমে পাওয়া তথ্যকে কমপাইল করা। এই কমপাইলেশনের ক্ষেত্রে একই রকমের ফরম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭। গ্রাম পঞ্চায়েত তদারকি পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রকল্প ও পরিষেবাকে যুক্ত করা।

৮। পঞ্চায়েত প্রধান, জি.ইউ.এস প্রতিনিধি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত কর্মীর সঙ্গে মাসিক তদারকি ও আলোচনা সভা।

৯। এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য ব্লক লাইভলিহুড উন্নয়ন আধিকারিক / এ.পি.ও.-র মতো কোনো এক্সটেশন অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া।

১০। লাইন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সংযোগ রেখে তদারকি পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য স্থায়ী সমিতিতে তা আলোচনা করা।

১১। সরকারের ডি.ও.টি.এস, এ.টি.এম.এ. এবং এন.আর.ই.জি.এ. ইত্যাদির মতো প্রকল্পের সঙ্গে এই প্রকল্পকে সংযুক্ত করা।

১২। এই পদক্ষেপে কোনো একটি স্থায়ী সমিতিকে (শিশু ও নারী উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ) যুক্ত করা।

৪.৩। মহকুমা স্তরে ঃ

১। সমন্বয় রক্ষা।

২। তদারকি।

৩। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

৪। এই বিষয়ে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

৫। অবস্থার মূল্যায়নে মাসিক আলোচনা সভা করা।

৪.৪। জিলা / জিলা পরিষদ স্তরে ঃ

১। তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

২। লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা।

৩। সহায়তা প্রদান।

৫। সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ

এই প্রকল্পের জন্য জি.ইউ.এস / সহায়-বন্ধু / গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। অনুভূত প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্তরে এই সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই কাজের জন্য এন. আর. ই. জি. এ., বি. আর. জি. এফ. এবং এস. আর. ডি. সম্পর্কিত চালু সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পগুলি থেকে তহবিল নেওয়া যেতে পারে।

৬। তদারকি ব্যবস্থা ঃ

কার্যকরী তদারকি ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করছে এই প্রকল্পের সাফল্য। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা আধিকারিক (অথবা তাঁর অফিসের কোনো প্রতিনিধি) এবং জেলা স্তরের আধিকারিকগণ প্রতি মাসে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা কিছু কিছু পরিবার পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনে সময়ে কোনো নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে এই পরিবারগুলির জন্য কী কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা তদারকি করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরীর জন্য এই পরিচালন বিধির সঙ্গে দেওয়া ফরম্যাট-৪ প্রস্তাবিত হয়েছে।

৭। তহবিল ঃ

পরীক্ষামূলক প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য বিবিন্ন প্রকল্পের তহবিল, এস.এফ.সি., টি.এফ.সি, নিজস্ব তহবিল অথবা এস.আর.ডি. প্রকল্পের আনটায়েড পভার্টি ফান্ড (যেখানে প্রযোজ্য), বি.আর.জি.এফ. ইত্যাদি থেকে তহবিল নেওয়া যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতে সংস্থান হওয়া তহবিলের তুলনায় যেখানে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান অত্যন্ত বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা পাওয়ার পরে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের একটি অংশ বহন করার কথা ভাবতে পারে।

এই পদক্ষেপকে কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে যাতে চিহ্নিত পরিবারগুলির জীবনধারণের মানোন্নয়নে আসানুরূপ সাফল্য পাওয়া যায়। প্রয়োজনে এস.এফ.সি., টি.এফ.সি এবং বি.আর.জি.এফ.-এর এ্যাকশন প্ল্যান পরিবর্তন করা যেতে পারে।

স্বাঃ/ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

স্মারক নং ৫২৫৭/পি.এন./ও/১/৩সি - ৫/০৭ তারিখ ঃ ২৮শে নভেম্বর, ২০০৭

অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হল ঃ

১। কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ।
২। অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
৩। সভাধিপতি, ... জিলা পরিষদ।
৪। জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক, ... জিলা পরিষদ।
৫। অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জিলা পরিষদ।
৬। প্রকল্প অধিকর্তা, ডি.আর.ডি.সি., ... জিলা পরিষদ।
৭। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা।
৮। মহকুমা শাসক, ...
৯। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও নির্বাহী আধিকারিক, ... পঞ্চায়েত সমিতি।

পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে পরিচালনবিধির প্রতিলিপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১০। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব, মহাকরণ।
১১। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মাননীয় রাস্ট্র-মন্ত্রিমহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব, জেশপ বিল্ডিং, কলকাতা।
১২। যুগ্মসচিব / উপসচিব / বিশেষ আধিকারিক ও পদাধিকারবলে উপসচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ।
১৩। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের এস.আর.ডি. প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর।

যুগ্ম-সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার